কালের কণ্ঠ

তারিখ ...28 JUL 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৩...

স্কুল-কলেজের অনুমোদন 'বিক্রি'

তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন

বাজার অর্থনীতির বাংলাদেশে শিক্ষা এখন একটি লাভজনক পণ্য। মুনাফা নিশ্চিত হওয়ায় শিক্ষা-বাণিজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী মানুষের অভাব নেই। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও বাণিজ্যিক মনোভাব নিয়মের তোয়াক্কা করে না। শিক্ষা-বাণিজ্যের কারবারি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে রাজধানী ঢাকায় তো বটেই, দেশব্যাপী যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অনুমোদনের ন্যূনতম শর্ত পূরণ না করেও এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পেয়ে যাচ্ছে সরকারি অনুমোদন। বিনিময়ে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের পকেটে যাচ্ছে বড় অঙ্কের টাকা। এতে শিক্ষার পরিবেশ যে শুধু নষ্ট হচ্ছে তা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার মান। স্কুল-কলেজ অনুমোদনে শিক্ষা বোর্ডকে ঘিরে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে বলেও খবরে প্রকাশ। গত পাঁচ বছরে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড দুই শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এই প্রক্রিয়ায় অনুমোদন দিয়েছে বলে জানা গেছে।

শুধু লেখাপড়া শেখালেই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীর মানসিক গঠন ও বিকাশেও আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকে। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আগে বেশ কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক যেমন প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার মতো পরিবেশও দিতে হয়। একটি শ্রেণিকক্ষে কতজন শিক্ষার্থী বসতে পারে, শ্রেণিকক্ষের আকার কেমন হবে, কোন পরিবেশে গড়ে উঠবে একটি মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তা নিশ্চিত করতে না পারলে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই অনুমোদন পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু রাজধানীতে বড় রাস্তা তো বটেই, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠন নেই এমন কোনো গলিও বোধ হয় খুঁজে বের করা কঠিন হবে। শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কিছু কর্মকর্তার একটি সিন্ডিকেট এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে মোটা অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে। এই প্রক্রিয়ায় অনুমোদন নেওয়া অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে এমপিওভুক্ত হয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশন পর্যন্ত গড়িয়েছে।

স্কুল-কলেজ থেকে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনৈতিকভাবে গড়ে ওঠে সেই প্রতিষ্ঠান কী করে একজন শিক্ষার্থীর নৈতিক ভিত্তি গড়ে দেবে?

অলিগলিতে মানহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানসম্মত শিক্ষার অন্তরায়। জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার সময় দেখা যায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রতারিত হচ্ছে। কাজেই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া আবশ্যক। কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁরা এই অবৈধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমোদন দিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেই হবে। দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে সর্বস্তরের দুর্নীতি দূর করতে হবে। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবে।